আলোর মুকুট

যে আলোয় আঁধার কাটে

আব্দুল্লাহ আল মামুন

আলোর মুকুট

যে আলোয় আঁধার কাটে

হসন্ত
প্রকাশন

ভূমিকা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَحْدَهُ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ لَّا نَبِيَّ بَعْدَهُ

আমরা প্রতিনিয়তই শয়তানের ফাঁদে পা দিয়ে জড়িয়ে পড়ি নানান অন্যায়-অপরাধে। শয়তান আমাদের শরীরের প্রতিটি রগে রক্তের মতো চলাচল করে। আমাদের ধোঁকায় ফেলার ফিকিরে থাকে সবসময়। আমরাও তার সে ফাঁদে পা দিয়ে সংগঠিত করি নানান অপরাধ।

কিন্তু আল্লাহ তাআলা তো শয়তানকে সৃষ্টি করেছেন আদম আলাইহিস সালাম-কে সৃষ্টি করার বহুকাল আগে। তিনি তো জানতেন, তার বান্দা পেরে উঠবে না লানতপ্রাপ্ত শয়তানের সাথে। জীবন নামক পথচলায় ভুল পথে পা বাড়াবে অথবা মারাত্মক কোনো গুনাহে মুবতলা হয়ে যাবে। তবুও কেন শয়তান সৃষ্টি করলেন, আল্লাহ?

এককথায় উত্তর হলো, বান্দার ইমান পরীক্ষা করার জন্যই আল্লাহ তাকে সৃষ্টি করেছেন।

তাছাড়া আল্লাহ তাআলা মানুষ সৃষ্টি করেছেন তার পরম ভালোবাসা আর দয়া দিয়ে। সুতরাং তিনি কখনোই চাইবেন না, তার বান্দা ঘুটঘুটে অন্ধকারাচ্ছন্ন জাহান্নামের পথে চলুক। শয়তানের ধোঁকায় পড়ুক। তবুও তিনি চান, তার বান্দা তার কাছে সাহায্য চেয়ে সামনে চলুক। কষ্ট করে তার আপন হোক।

বারবার বান্দা যখন শয়তানের ধোঁকায় পড়ে গুনাহে লিপ্ত হয়ে আশাহত হয় রবের ক্ষমা পাওয়া থেকে, তখনই আল্লাহ তাআলা বান্দার প্রতি দেন আশার বাণী। এক অনুপম ইশতেহার। যেখানে অন্ধকারে হাবুডুবু খাওয়া মানুষগুলো পাবে আলোর মশাল নিয়ে সামনে আগাবার অনুপ্রেরণা। পথহারা পথিক পাবে কাঙ্ক্ষিত পথ। পাপের অথই সাগরে ডুবে থাকা ব্যক্তি পাবে জান্নাতের পথে চলার মাধ্যম। আর সেই মাধ্যমের নাম তাওবা মানে ফিরে আসা।

"আলোর মুকুট" ঠিক তেমনই একটা বই, যা আপনাকে রবের পথে ফিরে আসতে অনুপ্রেরণা জোগাবে। গল্পের বই তো অনেক আছে, কিন্তু অন্তরকে প্রবলভাবে নাড়া দেওয়ার মতো গল্পের বই কয়টা-ইবা আছে! বইয়ের গল্পগুলো অন্তরকে বিগলিত করবে, শরীর শিহরিত করবে। প্রতিটি লোমকে নাড়িয়ে দেবে। হৃৎস্পন্দন কয়েকগুণ বাড়িয় দেবে। চোখকে ভিজিয়ে তুলবে; এমন গল্পগুলোই আত্মা পবিত্র হওয়ার গল্প। এমন গল্পই "আলোর মুকুট" বইয়ের গল্প। আর এমন গল্পের আলো-ই অন্তরের আঁধার কাটিয়ে তোলে। অমাবস্যা রাতের অমানিশা দূরীভূত করে প্রকাশ করে এক স্নিগ্ধ ভোরের। এক কম্পমান হৃদয়ের। রবের ভয়ে বিগলিত এক মননের। বইটির পুনঃপুন সংস্করণ এই কথারই বাহক।
আমি আশাবাদী গল্পগুলো আঁধারে ঢাকা আত্মাকে প্রভুর পথে আলোড়িত হওয়ার প্রধান মাধ্যম হবে এবং এ কারণেই বইটি যুগ যুগ বেঁচে থাকবে। পৌঁছাতে থাকবে সেসব দ্বীনে ফেরা ভাইদের আমলনামায়।

মরণ থেকে যতই পালাও,
মরণ তোমায় লইবে ঘিরি।
যদিও দূর আকাশ পানে,
লুকাও সেথায় লাগিয়ে সিঁড়ি।

আব্দুল্লাহ আল মামুন
মুদাররিস, লেখক, সম্পাদক ও অনুবাদক

সূচিপত্র

নাম পৃষ্ঠা

- পবিত্র আত্মা……………………………………………০৯
- চিঠি……………………………………………………১৩
- মৃত্যুদূত…………………………………………………১৭
- বিভীষিকাময় কবরের আজাব……………………………২১
- ভালো কাজের ফল………………………………………২৬
- আমি জান্নাতি হুর দেখেছি………………………………৩৩
- তাওবাতান নাসুহা………………………………………৩৭
- আল্লাহ সব দেখছেন……………………………………৪১
- অনুশোচনা………………………………………………৪৭
- গভীর রাতের কান্না………………………………………৫১
- জান্নাতের চাবি…………………………………………৫৪
- লাভজনক ব্যবসা…………………………………………৬১
- ফেরা……………………………………………………৬৪
- দুনিয়ার মৌচাক…………………………………………৬৮
- পর্দানশীন মেয়ে…………………………………………৭০
- মুস্তাজাবুদ দাওয়াহ………………………………………৭৪
- তবে ফেরা হোক এবার…………………………………৭৭
- বেলা ফুরিয়ে গেলে………………………………………৮০
- জান্নাতের সবুজ পাখিরা…………………………………৮৪

পবিত্র আত্মা

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একজন সাহাবি ইন্তেকাল করলেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জানাজা পড়ালেন। জানাজা শেষে সে সাহাবিকে কবরের দিকে নিয়ে যাওয়া হলো। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও কবর পর্যন্ত গেলেন।
দুজন সাহাবি কবর খনন করছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাশে বসে মনোযোগ সহকারে কবর খনন করা দেখছিলেন। আর বাকিরা মাইয়াতকে ঘিরে বসে আছেন। সবাই চুপচাপ। চারপাশে সুনসান নীরবতা। কারও কোনো সাড়াশব্দ নেই। সবাই অপেক্ষা করছিলেন তাদের সাথীকে চিরবিদায় দেওয়ার জন্য।

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নীরবতা ভেঙে সবার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি জানো মানুষের ইন্তেকালের পর তার আত্মার কী হালত হয়? সবার মনই কৌতুহলী। তারা জানতে চান। তাই সবাই একসাথে জবাব দিলেন, আল্লাহ ও তার রাসূলই ভালো জানেন।

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছুক্ষণ চুপ থাকেন। সাহাবিগণ আরও কৌতুহলী হলেন। তারা তাকে ঘিরে বসলেন। মৃত্যুর পর আত্মার কি হালত হয়, তা তাদের জানা ছিল না। আজ জানতে পারবেন নবীজির কাছ থেকে। কতবড় সৌভাগ্যের ব্যাপার!

শোনার জন্য সবাই অধীর আগ্রহে বসে আছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার কবরের দিকে তাকান। তারপর মাথা তুলে আকাশের দিকে তাকান। এরপর বলতে শুরু করলেন-
"শোনো! মানুষ যখন মৃত্যুশয্যায় থাকে তখন সে মৃত্যুর ফেরেশতাকে দেখতে থাকে এবং ভয় পেতে থাকে। তবে ঈমানদাররা ভয় পায় না। তাদের সাথে

মৃত্যুর ফেরেশতারা হাসতে হাসতে সাক্ষাত করেন এবং সালাম দেন। তাকে অভয় দেন এবং মাথার পাশে যত্নসহকারে বসেন। তারপর মৃতপ্রায় মানুষটির দিকে তাকিয়ে বলেন- "হে পবিত্র আত্মা! তুমি পালনকর্তার ক্ষমা ও ভালোবাসা গ্রহণ করো এবং দেহ থেকে বেরিয়ে এসো!

মুমিনের আত্মা যখন বেরিয়ে আসে, তখন সে কোনোপ্রকার কষ্ট অনুভব করে না।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদের বোঝার জন্য আরেকটু সহজ করে উদাহরণ দিয়ে বললেন, মনে করো, একটা পানির জগ কানায় কানায় ভরপুর। একদম কানায় কানায় । সে জগের উপর থেকে একফোঁটা পানি যেমন নিঃশব্দে নিচে নেমে আসে, ঠিক তেমনি নীরবে ও কষ্ট ছাড়া আত্মাটি তার দেহ থেকে বেরিয়ে আসে। সে সময় আরও দুজন ফেরেশতা জান্নাত থেকে সুগন্ধিযুক্ত মিহি সুতার সাদা চাদর নিয়ে আসেন। আত্মাটিকে সেই চাদরে করে আকাশের দিকে নিয়ে যান।

ফেরেশতারা যখন আকাশে পৌঁছান তখন অন্য ফেরেশতাগণ সেই আত্মাটিকে দেখার জন্য এগিয়ে আসেন। কাছে এসে বলেন- (সুবহানাল্লাহ) কী সুন্দর আত্মা! কী সুন্দর ঘ্রাণ তার! তারপর জানতে চান, এই আত্মাটি কার? উত্তরে আত্মাবহনকারী ফেরেশতারা বলেন, তিনি হলেন- (ফুলান ইবনে ফুলান) অর্থাৎ- অমুকের ছেলে অমুক। ফেরেশতারা তখন আত্মাকে সালাম দেন। তারপর আবার জিজ্ঞেস করেন, তিনি কী করেছেন? তার আত্মার এত সুঘ্রাণ কেন? আত্মাবহনকারী ফেরেশতারা জবাব দেন, আমরা শুনেছি মানুষজন নিচে বলা-বলি করছে, তিনি একজন ভালো মানুষ ছিলেন। আল্লাহর খাঁটি বান্দা। মানুষের উপকার করতেন।

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্য হাদিসে ইরশাদ করেন-

"মুমিন বান্দা যখন দুনিয়াকে বিদায় দিয়ে আখিরাতের যাত্রী হতে থাকে, তখন উজ্জ্বল চেহারাবিশিষ্ট একদল ফেরেশতা আসমান থেকে তার কাছে আসেন। যাদের চেহারা সূর্যের মতো আলোকিত। তাদের সাথে বেহেশতের কাফনসমূহ থেকে একটি কাফন থাকে। বেহেশতের সুগন্ধিও থাকে। তারা সে ব্যক্তি থেকে দৃষ্টির দূরত্ব পরিমাণ দূরে অবস্থান করেন। এরপর মালাকুল মাউত (মৃত্যুর দায়িত্বপ্রাপ্ত ফেরেশতা) আসেন। তিনি তার মাথার কাছে বসেন এবং বলেন, হে পবিত্র আত্মা! বের হয়ে এসো আল্লাহর ক্ষমা ও সন্তুষ্টির দিকে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তখন দেহ থেকে তার রুহ এমনভাবে বের হয়ে যায় যেমনভাবে মশক থেকে পানি বের হয়ে আসে। তখন